সংবাদ

তারিখ 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নির্যাতনের শিকার হয়েও বাল্যবিয়ে ঠেকাতে মামলা করল কলেজছাত্রী

প্রতিনিধি, ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)

জেলার ঈশ্বরগঞ্জে বখাটে ও প্রভাবশালী মাতাব্বরদের নির্যাতনের শিকার হয়েও এক কলেজছাত্রী তার বাল্য বিয়ে ঠেকাতে থানায় মামলা করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার সচেতন মহলে ব্যাপক ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠছে। উপজেলার সোহাগী ইউনিয়নের দরিবর ভাগ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত সোমবার নির্যাতিতা ঈশ্বরগঞ্জ বালিকা ও মহিলা কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্রী জান্নাত সাদিয়া (১৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিতু মরিয়ম ও কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি পৌর মেয়র মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুস ছাত্তারের কাছে বখাটে কর্তৃক তার নির্যাতনের কথা জানালে তারা থাকে থানায় পাঠায়।

এ ঘটনায় সোমবার বিকেলে থানায় কলেজ ছাত্রী নিজেই বাদী হয়ে বখাটে ইয়াসিন মিয়া ও প্রভাবশালী মাতাব্বর মুকসেদ আলীসহ তিন জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। ওই কলেজছাত্রী জানায়, প্রায়ই বখাটে ইসান মিয়া রাস্তায় কটূক্তি করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। এতে সে রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নেয়ার হুমকি দিয়ে আসছিল। গত ৭ এপ্রিল ইয়াসিন মিয়াসহ প্রভাবশালী মাতব্বরা সাদিয়াকে ওই বখাটের সাথে বাল্য বিয়ে দেয়ার জন্য তার পরিবারকে চাপ সৃষ্টি করে। এতে ছাত্রীটি রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর করে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবেশীদের বাধার মুখে থাকে নিতে পারেনি।

এ ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হওয়ায় রোববার সাদিয়ার বাবা লোক লজ্জার ভয়ে মেয়েটিকে মারধর করে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যায় সাদিয়ার ফুঁফু নুরুনাহার খবর পেয়ে ভাতিজি সাদিয়াকে দরিবর ভাগ গ্রামের বাড়ি থেকে তার নিজ বাসা পৌর শহরের চরনিখলা নিয়ে আসেন।

সোমবার দুপুরে সাদিয়াকে নিয়ে প্রথমে ইউএনও ও পৌরসভার মেয়রের কাছে যান। থাদের কথা মতো থাকে নিয়ে তিনি থানায় যান। এ ব্যাপারে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওসি বদরুল আলম খান জানান, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

পরিসংখ্যান বিভাগ	
ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর